সমকাল

তারিখ 25 OCT 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

স্কুলছাত্রকে বেঁধে নির্যাতন

■ আব্দুল লতিফ মিঞা, *বাঘা (রাজশাহী)*

বাঘায় মোবাইল চোর সন্দেহে এক স্কুলছাত্রের পা বেঁধে দোকান ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে। সোমবার সকালে উপজেলার নারায়ণপুর বাজারের মনিকা সিনেমা হলের সামনে প্রকাশ্যে ওই ছাত্রকে শারীরিক নির্যাতন করা হয়। বাজারের লোকজন ছাত্রকে উদ্ধার করে বাঘা হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনায় জড়িত জিল্লুর নামে একজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। উপজেলার চক ছাতারি গ্রামের সাবেক মেম্বর হারান আলীর ছেলে ব্যবসায়ী মহিবুল আলম নারায়ণপুর বাজারে মাছের হাটে ঘোরাফেরা করছিলেন। এমন সময় তার ব্যবহৃত মোবাইলটি খোয়া যায়। এ ঘটনায় চক নারায়ণপুর গ্রামের মো. মিঠু প্রামাণিকের ছেলে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র মনিরুল ইসলামকে চোর সাব্যস্ত করে মহিবুল। পরে মহিবুল ও তার ভাই জাহাঙ্গীর হোসেন, অপর ভাই হাফিজুর রহমান জিল্লুর ওই ছাত্রকে মোটরসাইকেলে করে নারায়ণপুর বাজারে মোবাইল ও ফ্ল্যাক্সিলোড ব্যবসায়ী আনারুলের দোকানের সামনে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে দুই পা বেঁধে ঝুলিয়ে নির্যাতন করে। এ দৃশ্য দেখে বাজারের লোকজন ছাত্রকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। বিক্ষুব্ধ জনতার ধাওয়ায় মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায় মহিবুল ও তার ভাইয়েরা। খবর পেয়ে পুলিশ জিল্লুরকে আটক করে। তবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না বলে দাবি করেছেন জিল্লুর। মনিরুলের মা আবেদা বেগমের দাবি, তার ছেলে মোবাইল চুরি করতে পারে না। বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলী মাহমুদ জানান, ঘটনাস্থলে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত জিল্লুরকে আটক করেছেন। অন্যরা আত্মগোপনে থাকায় তাদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। এ ঘটনায় ছাত্র মনিরুলের মা বাদী হয়ে মামলা করেছেন।

বাঘায় নির্যাতিত স্কুলছাত্র মনিরুল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ■ সমকাল